BNG-A-CC-4-8 FM-1X15

১) "দীনহীন বঞ্চিত" — কবি নিজেকে বঞ্চিত বলেছেন কেনো?

→ শ্রীগৌরাঙ্গ জাতি ধর্মনির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষকে প্রেমসম্পদ বিতরণ করে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের মৃত্যুপর কবির জন্ম হয়। সেই অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে না পেরে— গোবিন্দ দাস নিজেকে বঞ্চিত বলেছেন।

২) "এ দুঃখে যমুনা হব পার" — কে, কাকে একথা বলেছেন?

→ বলরাম দাসের 'বাল্যলীলা' পর্যায়ের পাঠ্যপদে একথা বালক শ্রীকৃষ্ণ পালকপিতা নন্দকে বলেছেন।

৩) "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর" — পদকর্তা কে? কোন পর্যায়ের পদ?

→ ◦ আলোচ্য পদের পদকর্তা হলেন - বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস।
◦ এটি রূপানুরাগ / অনুরাগ পর্যায়ের পদ।

৪) "এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।" — রাধার দুঃখের সীমা নেই কেনো?

→ বিদ্যাপতি বিদ্যাপতির 'মাথুর' পর্যায়ের এই পদে রাধা লক্ষ্য করেছেন প্রকৃতিতে মিলনের উল্লাস অথচ তার প্রিয়জন প্রবাসী। তাই শূন্য-ঘরে বিরহ ব্যাকুল রাধার একথা মনে হয়েছে।

৫) প্রার্থনা পর্যায় বলতে কী বোঝো?

→ শান্তরস আশ্রিত পদে ভক্ত কবি যখন অসার অনিত্য সংসার থেকে মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের কাছে ঐকান্তিক আবেদন জানান, তখন তাকে প্রার্থনার পদ বলে।

৬) 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের আখেটিক খণ্ডের বন্দনাংশে বন্দিত প্রথম তিনজন দেব-দেবীর নাম লেখো?

→ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের বন্দিত প্রথম তিনজন দেবদেবী হলেন - (ক) গণেশ বন্দনা (খ) সরস্বতী বন্দনা (গ) মহাদেব বন্দনা।

৭) কালকেতু এবং ফুল্লরার প্রকৃত পরিচয় কী?

→ কালকেতু ফুল্লরা আসলে ছিলেন - শাপভ্রষ্ট ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর এবং তাঁর স্ত্রী ছায়া।

৮) বারোমাস্যা কী? 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে কার বারোমাস্যা বর্ণিত হয়েছে?
→ মঙ্গলকাব্যে নায়িকাদের বারোমাসের সুখ-দুঃখের যে কাহিনি তাকেই বারোমাস্যা বলা হয়।
◦ আলোচ্য কাব্যে ফুল্লরার বারোমাস্যা বর্নিত হয়েছে।

৯) মুকুন্দের কাব্যে উল্লিখিত দুটি ঐতিহাসিক চরিত্রের নাম লেখো?
→ কবি মুকুন্দের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যের দুটি ঐতিহাসিক চরিত্র হলো- মোগল সেনাপতি মানসিংহ এবং ডিহিদার মামুদ শরিফ।

১০) "পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।" — কে, কাকে একথা বলেছেন?
→ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যের 'কালকেতুর প্রতি ফুল্লরা' অংশে ফুল্লরা, কালকেতুকে একথা বলেছেন।

১১) রামপ্রসাদের উপাধি কী ছিল? কে তাঁকে এই উপাধি দিয়েছিলেন?
→ রামপ্রসাদের উপাধি ছিল - 'কবিরঞ্জন'
◦ নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে এই উপাধি দিয়েছিলেন।

১২) "কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে।" — পদকর্তা কে? কোন পর্যায়ের পদ।
→ পদকর্তা হলেন - কমলাকান্ত ভট্টাচার্য।
◦ উক্ত পদটি শাক্তপদাবলির 'আগমনি' পর্যায়ের পদ।

১৩) বিজয়া বলতে কী বোঝায়?
→ পিত্রালয়ে তিনদিন থাকার পরে উমার আবার কৈলাশে ফিরে যাওয়ার সময়ে মা মেনকার যে হৃদয় বেদনা — তা মূর্ত হয়েছে যেসব পদে সেগুলিকেই বিজয়ার পদ বলে।

১৪) "মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো।" — একথা বলার কারণ কী?
→ 'ভক্তের আকুতি' পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ সেন মনে করেন যে মানুষ সংসার জীবনে অবদ্ধ হয়ে, মায়ার ছলনা অতিক্রম করে দিব্য চেতনা লাভে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই একথা বলেছেন।

১৫) "প্রবল আসামী ছয়টা প্যাদা" — 'ছয়টা প্যাদা' কী?
→ কবি রামপ্রসাদ - কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য - এই ষড়রিপুকে 'ছয়টা প্যাদা' বা ছজন পেয়াদা বলেছেন।